গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-২৪৬

তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
২২ নভেম্বর ২০২০

বিষয়: সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/১২/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২২/১১/২০২০
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৪৫৩৪
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সিনিয়র সহকারী প্রধান (প্রকল্প সমন্বয় শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)

সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

অক্টোবর ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা
১৫ মার্চ ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>১৫ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">সেপ্টেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">অক্টোবর'২০ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২১</td><td>০০</td><td>২১</td><td>০২</td><td>০০</td><td>০২</td><td>১৯</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>২৯</td><td>০৯</td><td>৩৮</td><td>০৮</td><td>০৩</td><td>১১</td><td>২৭</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৫১</td><td>১০</td><td>৬১</td><td>১০</td><td>০৩</td><td>১৩</td><td>৪৮</td></tr>
</table>
(ক) সহকারি সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, এ বিভাগের ১টি বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সওজ অধিদপ্তরের চলমান মামলাটি ব্যক্তিগত শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত শুনানি শেষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে প্রধান, প্রকৌশল সওজ সভাকে অবহিত করেন।

(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মার্চ পর্যন্ত ১৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এপ্রিল-অক্টোবরের মধ্যে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে, তবে ৮টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৯টি। তন্মধ্যে ১৩টি মামলাই তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্বের বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ বিশেষ করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যস্ততা এবং বদলীর কারণে তদন্ত কাজ যথাসময়ে শেষ করতে পারেন না, ফলে প্রতিবেদন দাখিলে বিলম্ব হয়। বদলীকৃত কর্মকর্তাদের তদন্তভার অন্য কোনো কর্মকর্তাকে প্রদান</td><td>(ক) (১) এ বিভাগে চলমান বিভাগীয় ০১টি মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
(ক) (২) সওজ অধিদপ্তরের ১টি মামলার শুনানি শেষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
(খ) (১) বিআরটিএ'র চলমান ১৯টি বিভাগীয় মামলা বিধিমোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
(খ) (২) বদলীকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ও যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে মামলাগুলো নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। (গ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, অক্টোবর মাসে ১১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে ১৯টি মামলা চলমান রয়েছে। নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান আছে। মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দায়িত্বভার অন্য কোনো কর্মকর্তাদের দিতে হবে। (গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৯টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর ২০২০ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ	৩২২৭	০০	৩২২৭	০৪	০৩	০১	৩২২৩
বিআরটিএ	২৬৯	০৩	২৭২	০২	০২	০০	২৭০
বিআরটিসি	৯৩	০১	৯৪	০২	০২	০০	৯২
ডিটিসিএ	০১	০২	০৩	০০	০০	০০	০৩
মোট	৩৫৯০	০৬	৩৫৯৬	০৮	০৭	০১	৩৫৮৮

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। (খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, সেপ্টেম্বর'২০ মাস পর্যন্ত কনটেম্পট মামলা ছিল ৭১টি। অক্টোবর ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু হয়নি, ০২ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমান কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৬৯টি। এ অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে সেপ্টেম্বর'২০ মাসে ১ম শ্রেণির মামলা ছিল ১৫টি। অক্টোবর মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি (সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির সেপ্টেম্বর'২০ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। অক্টোবর ২০২০ মাসে ৩টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে সওজ এর ০৯টি এবং বিআরটিএ-এর ০৫টি।	(ক) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- সওজ অধিদপ্তরের মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২২৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০২০ মাসে ৪টি মামলা নিষ্পত্তি এবং কোনো মামলা মামলা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২২৩টি। নিষ্পত্তি হওয়া মামলার মধ্যে ৩টি মামলা সংস্থার পক্ষে এবং ১টি বিপক্ষে রায় হয়েছে। বিপক্ষে রায় হওয়া মামলাটি আপিলের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সওজের প্রচুর পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য প্যানেল আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ অথবা ভার্চুয়ালি সভা করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) মামলাসমূহ নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) পেন্ডিং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য প্যানেল আইনজীবী ও সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ অথবা ভার্চুয়ালি সভা করার উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, অক্টোবর ২০২০ মাসে ৩টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৭০টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে চেয়ারম্যান জানান যে, গত ১৪/১০/২০২০ তারিখে আইনজীবী নিয়োগ সংক্রান্ত ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রার্থীদের দাখিলকৃত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। অতিশীঘ্রই আইনজীবী নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ভাল ভাবে যাচাই-বাছাই করে দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভাল ভাবে যাচাই-বাছাই করে দক্ষ ও যোগ্য আইনজীবী নিয়োগ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, আদালতে চলমান মামলাগুলোর বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। অক্টোবর ২০২০ মাসে ০১টি মামলা রুজু ও ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯২টি। উক্ত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কেস টু কেস Verify করে দেখে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	অনিষ্পন্ন ৯২টি মামলা কেস টু কেস Verify করে দেখে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মহামান্য হাই কোর্টে রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়ক-এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩/০৮/২০২০ তারিখে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, প্রাপ্ত সার-সংক্ষেপটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গত ২৪/০৮/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়া, ডিটিসিএ'র বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে বিআরটিএ'র মনোনীত আইনজীবীকে মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।	ডিটিসিএ'র ৮টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের প্রস্তাবটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬৭	১১৩২	৫,৬২৫	৬১০	৬ (অঃ)	৭,৩৭৩	১ (অঃ)	৭,৩৭২
বিআরটিসি	১১৯১	১৬৪	৯৩৬	৯১	-	১১৯১	-	১১৯১
বিআরটিএ	২৮০	৪৬	২৩৪	-	-	২৮০	-	২৮০
ডিটিসিএ	১৭	৫	১২	-	_	১৭	০১ (অঃ)	১৬
ডিএমটিসিএল	১১	০২	০৯	-	-	১১	-	১১
মোট	৮,৮৭৩	১,৩৫৪	৬,৮১৭	৭০২	৬	৮,৮৭৯	২	৮,৮৭৭

সিনিয়র সহকারি সচিব (অডিট) জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮,৮৭৩টি। অক্টোবর ২০২০ মাসে ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং ৬টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮,৮৭৭টি।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট অধিশাখা) জানান- (ক) এ বিভাগের ৬টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত মার্চ ২০২০ সময়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে কার্যবিবরণী প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। শিঘ্রই কার্যবিবরণী পাওয়া যাবে মর্মে পরিবহন অডিট অধিদপ্তর হতে জানা গিয়েছে। কার্যবিবরণী পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ১টি খসড়া আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ২০১৪ সালে সচিব মহোদয় একটি ডি.ও লেটার প্রেরণ করেছিলেন। তৎপ্রেক্ষিতে অডিট আপত্তিটি নিষ্পত্তি করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও বিষয়টি অনিষ্পন্ন রয়েছে। (খ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভুল ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতে অধিকতর আন্তরিক হওয়ার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা ছিল। তবে লক্ষ্য করা যায়, মাঠ পর্যায়ে ব্রডশীট জবাব সঠিকভাবে প্রস্তুত না হওয়ায় দপ্তর/সংস্থা হতে নির্ভুল ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায় না এবং যথাযথ প্রমাণক সংযুক্ত করা হয় না। ফলে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। বিষয়গুলো দপ্তর/সংস্থা হতে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) আরো জানান, করোনা মহামারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জোনাল সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি, তবে শিঘ্রই এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে। ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া এবং সংস্থা হতে ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পূর্বে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। এছাড়া, সঠিক সময়ে জবাব প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট আপত্তিগুলোর নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ প্রতিমাসে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা আয়োজন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) এ বিভাগের ১টি খসড়া আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে এবং ৬টি অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) (১) মাঠ পর্যায় হতে দপ্তর/সংস্থায় প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নির্ভুল ব্রডশীট জবাব সঠিক সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) অডিট আপত্তিগুলোর নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ প্রতিমাসে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করার উদ্যোগ নিবেন।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) উপসচিব (বাজেট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব একই তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (বাজেট)
	(ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) জানান, করোনা মহামারির কারণে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করা সম্ভব হয়নি। তবে করোনা পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ায় পূর্ত অডিট অধিদপ্তর প্রতিনিধি প্রেরণের বিষয়ে সম্মত হয়েছে। শিঘ্রই দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের উদ্যোগ নেয়া হবে।	(ঘ) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের উদ্যোগ নিতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(ঙ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের রেকর্ডপত্র অনুযায়ী reconciliation-এর মাধ্যমে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা ৩১৬৪টি (সাধারণ ২১১৫টি, অগ্রিম ৯৫৮টি ও খসড়া-৯১টি) নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আগস্ট'১৯-অক্টোবর'২০ পর্যন্ত ১৯৭৩টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১৯১টি (সাধারণ ১৬৪টি, অগ্রিম ৯৫৮টি, খসড়া ৯১টি)। বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হওয়ায় সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে ধন্যবাদ জানান এবং নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	(ঙ) বিআরটিসির অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(চ) কোম্পানি সচিব (ডিএমটিসিএল) জানান, ডিএমটিসিএল'র ১১টি অডিট আপত্তি রয়েছে। বিবেচ্য মাসে ১টি সাধারণ অডিট আপত্তির আংশিক নিস্পত্তি হিয়েছে।	(চ) নিস্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ উপসচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		১৫	৩	১৮	-	১৮	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	২২	৪	২৬	৩ (মন্ত্রণলয়ে প্রেরণ)	২৩	
	১০ম – ২০তম গ্রেড	৫৩	৯	৬২	৫৩	৯	
বিআরটিসি		২৪৯	৭	২৫৬	-	২৫৬	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		২৪০	২৩	২৬৩	৫৬	৩০৭	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান- (১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইস নিস্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সওজ অধিদপ্তর হতে চাহিত তথ্যাদি না পাওয়ায় পেনশন কেসটির নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছেনা। দীর্ঘ পেন্ডিং পেনশন কেইসটির সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) সওজ এর দীর্ঘ পেন্ডিং পেনশন কেইসটির সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ উপসচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	(২) সওজ অধিদপ্তরের সাময়িক পেন্ডিং ১৮টি পেনশন কেস রয়েছে। অডিট আপত্তির কারণে নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য এ বিভাগের অডিট শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারি সচিব (অডিট) জানান, ইতোমধ্যে ১টির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৪ টির জবাব প্রেরণের বিষয়ে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন ও পেনশন বিধিমালা ২০২০ অনুসারে পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির সভা আহবান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হবে। গঠিত কমিটির ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের মাধ্যমে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(২) (ক) সাময়িক পেন্ডিং ১৮টি পেনশন কেইসের নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (২) (খ) অডিট আপত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায় নিরুপন ও বিধিমালা ২০২০ অনুসারে পেনশন পরিশোধের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর'১৯ হতে অক্টোবর'২০ পর্যন্ত ২৪,৭৯,১৮,৯৫৫/- (চব্বিশ কোটি উনআশি লক্ষ আঠার হাজার নয়শত পঞ্চান্ন) টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে।	অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গত ৩ মাসে (আগস্ট-অক্টোবর'২০) বিআরটিএ'র ১ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারির পেনশন কেস এর আবেদন পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে ২ জনের আবেদনই নিষ্পত্তি হয়েছে।	বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**<u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০২০:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ২০২০ এর খসড়া গত ১৩/০৮/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বিধি) -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটির" তৃতীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মহাসড়ক আইন-২০২০ এর খসড়াটি প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রস্তুতকৃত বর্ণিত খসড়া আইনটি গত ২৭/১০/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মতামত প্রদানপূর্বক গত ১১/১০/২০২০ তারিখে খসড়া আইনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত পাওয়া মাত্রই কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী মহাসড়ক আইন, ২০২০-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়ায় আইনগত দিক যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ভেটিং প্রদানের নিমিত্ত গত ০১/০৬/২০২০ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিভাগ হতে খসড়া বিধিমালায় ১৮টি ধারা/অনুচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করে পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ জানায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজন করে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে অনুরোধ করা হলে গত ০৮/১০/২০২০ তারিখে বিআরটিএ হতে তা পাওয়া যায়। খসড়া বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভা আহবানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে শিঘ্রই সভা আহবান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন/উপসচিব বিআরটিএ)
	গ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মো: আব্দুল মালেক-এর নেতৃত্বে গঠিত বিধিমালা পর্যালোচনা কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত বিধিমালা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষমান আছে।	বিধিমালাটি পরবর্তী বোর্ড সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)
	ঙ. সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০: উপসচিব (টোল) জানান, সওজ অধিদপ্তরের "মহাসড়ক ও ল্যান্ডস্কেপিং নীতিমালা-২০২০" চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে ০১/১০/২০২০ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়কের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় খসড়া নীতিমালাটি পুন:পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে নীতিমালাটির ওপর ৫টি পুন:পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। খসড়া নীতিমালা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচিব/ উপসচিব (টোল)
৭.	**<u>বৃক্ষরোপন :</u>** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরির্দশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গাছ রোপনের মৌসুম ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনো গ্যাপ বা রোপিত গাছ মারা গেলে দ্রুত গ্যাপ ফিলিং করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর ২০২০-কে সামনে রেখে উক্ত মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে এবং প্রয়োজনে মৃত অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছ Replace করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। কোথাও কোনো গ্যাপ থাকলে বা রোপিত গাছ মারা গেলে দ্রুত গ্যাপ ফিলিং করতে হবে। (খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত গাছের পরিচর্যা ও পরিষ্কার-	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছ ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যা করার বিষয়টি গাজীপুর সড়ক বিভাগ কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে বিষয়টি তদারকি করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (ঘ) এ বিভাগের গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ তার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনের যাত্রাকালে যে সকল মহাসড়ক অতিক্রম করবেন সে সমস্ত মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ এবং প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	পরিছন্নতার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে এবং এবং প্রয়োজনে মৃত অথবা নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছ Replace করতে হবে। (গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছ ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যা বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে (ঘ) মনিটরিং টিম প্রধানগণ তার আওতাধীন এলাকা পরিদর্শনের যাত্রাকালে যে সমস্ত মহাসড়ক অতিক্রম করবেন সে সমস্ত মহাসড়কের পার্শ্বে রোপিত গাছের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ অথবা প্রধানবৃক্ষপালনবিদকে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টিম (সকল)
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কোন্ কোন্ সড়ক জোনে বা সড়ক বিভাগে জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তি সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার সুনির্দিস্ট তথ্য প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন সওজ অধিদপ্তর হতে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। (২) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে গত ২৩/০১/২০২০ তারিখে সকল জোন অফিসে পত্র দেয়া হয়। চট্টগ্রাম জোন হতে চট্টগ্রাম ও বান্দরবান, রাজশাহী জোন হতে নওগাঁ, ঢাকা জোন হতে মানিকগঞ্জ, বরিশাল জোন হতে ঝালকাঠি ও পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জোন হতে গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি সওজ এর নামে নামজারিকরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য সড়ক বিভাগ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/সম্পত্তি সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্ত/নামজারিকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিবেদনে বেশ গড়মিল রয়েছে। এখানে এলএ কেইসের সংখ্যা অনুযায়ী নামজারির যে তথ্য দেয়া হয়েছে তাতে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে কিন্তু সংশোধিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এতে সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে সংশোধিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) (ক) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তি সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন সওজ অধিদপ্তর হতে প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সংশোধিত সঠিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তরকৃত জায়গার গেজেট হওয়ার সাথে সাথেই তা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে মিউটিশন করার বিষয় উদ্যোগ গ্রহণে জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারির হালনাগাদ করার বিষয়টি তদারকি ও তত্ত্বাবধান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এষ্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে তথ্যাদিসহ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের বিষয়েও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(৩) (ক) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তরকৃত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) (খ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি হালনাগাদ করার বিষয়টি তদারকি ও তত্ত্বাবধান করবেন এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(৪) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে এ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রকল্পের বিপুল পরিমান অর্থ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যয়িত হচ্ছে। আবার কোনো কোনো মহাসড়ক/সেতু নির্মাণ বা সংস্কার কিংবা প্রকল্প গ্রহণকালীন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে Donar Agency অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এছাড়া, চলমান প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠার ফলে চলমান কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরণের সতর্কতামূলক প্রচার-প্রচারণা, সীমানা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ-এর সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরণের কার্যক্রম এবং প্রচার-প্রচারণা যেমন: মাইকিং, পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি, লিফলেট বিতরণ, পোষ্টারের মাধ্যমে এবং মহাসড়ক/সেতুর পার্শ্বে এবং চলমান প্রকল্প কাজ এলাকায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে সতর্কতামূলক প্রচারণা চালানোর জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন। মহাসড়কের ১০ মিটারের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৪) (১) আইন ও নীতিমালার আলোকে সওজ'র সম্পত্তি রক্ষার্থে মাইকিংসহ প্রয়োজনীয় সব ধরণের কার্যক্রম এবং প্রচার প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) (২) মহাসড়কের ১০ মিটারের মধ্যে যাতে কোনো স্থাপনা গড়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
	(৫) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক বা সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	(৫) অবৈধ স্থাপনার কারণে মহাসড়ক/সেতুর ক্ষতি সাধন বা ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিতপূর্বক ক্ষতিপূরণ দাবি করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।	
	(৬) সভাপতি অবহিত করেন যে, ওভার লোডের কারণে বেইলী ব্রীজের মারাত্বক ক্ষতি সাধন এবং ভেঙ্গে যাওয়ার মত ঘটনা ঘটে। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে এ ধরণের ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে মামলা করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। কোন্ কোন্ সড়ক বিভাগ এ ধরণের মামলা দায়ের করেছিল এবং দায়েরকৃত মামলাগুলো কী অবস্থায় আছে সে বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় যুগ্মসচিব (আইন)-কে মামলাগুলো তদারকি করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(৬) (ক) ওভার লোডের ফলে বেইলী ব্রীজের ক্ষতি সাধন ও ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনায় কোন্ কোন্ সড়ক বিভাগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দায়েরকৃত মামলাগুলো কী অবস্থায় আছে তার সঠিক তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৬) (খ) যুগ্মসচিব (আইন) মামলাগুলো/ বিষয়টি তদারকি করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণ করে অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণ করে অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: খুলনা জোনের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, করোনা প্রাদুর্ভাব পরবর্তী কোনো উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। তবে সহসাই উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম কর্তৃক- (ক) গত ১০/০৩/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের (এন-১০৬) হাটহাজারী হতে রাউজান অংশে ১৮.৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে ৪-লেন উন্নীতকরণের কাজ চলমান। বর্ণিত মহাসড়কে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ৭০টি স্থাপনা অপসারণ করে ১.১৩ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ১০.১৭ কোটি টাকা। খ) গত ১১/০৩/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের (এন-১) এর ২৫তম কিলোমিটারে ইন্দ্রপোল এলাকায় ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় Japan International Cooperation Agency (JICA) এর অর্থায়নে পটিয়া সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ১০টি স্থাপনা অপসারণ করে ০.১৩ একর (১৩ শতক) ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ০.২০ (বিশ) কোটি টাকা। গ) গত ২৯/০৯/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন বহদ্দারহাট মোড় হতে শাহ্ আমানত (তৃতীয় কর্ণফুলী) সেতু পর্যন্ত মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ১৯০টি স্থাপনা অপসারণ করে ০.৫০ একর (৫০ শতক) ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ৩.৫০ কোটি টাকা। ঘ) গত ১৯/১০/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন মনছুরাবাদস্থ সওজ এর সরকারি বাসাবাড়ি ও ষ্টেক ইয়ার্ডে এ সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা কাচাঁ/পাকা/আধাপাকাসহ ৬০টি স্থাপনা এবং ছোট, বড় ও মাঝারি সাইজের ৬৪৪ টি টায়ার অপসারণ করে ৫০ শতক ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারদর ৬.৮০ কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০২০ মাসে ২৩৫টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬১৫টি মামলা দায়ের করা হয়। এতে ২৬,২,৮০০/- (ছাব্বি লক্ষ দুই হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ১৮ টি গাড়ী ডাম্পিং এবং ৩২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত আছে। জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা আহবানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ দেয়া হয়। এ বিষয়ে গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রণালয় হতে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর ডিও পত্র প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সড়ক নিরাপত্তা কমিটির নিয়মিত সভা আহবানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) এ বিষয়ে গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রণালয় হতে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর ডিও পত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও নাটোর সড়ক বিভাগের অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে ৭৩টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে ঢাকার প্রবেশ ও বাহিরপথে মহাসড়কে স্থাপিত অবৈধ বিল বোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণ করে আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে নির্দেশনা দেয়া হয়।	ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে অপসারণ করতে হবে এবং আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত ৬৬টি যানবাহন নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলাম দরপত্র আহবানের মাধ্যমে মালামালগুলো ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সার্ভে করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (খ) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২৭টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৩৮টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২৪টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলীর বরাবর বরাদ্দের চাহিদা প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দ স্বাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (গ) ভেহিক্যাল সার্ভিসিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি চালু করা হয়েছে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যানবাহন ও ইকুপমেন্টসমূহের যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	(ক) বিভিন্ন সড়ক বিভাগের অকেজো যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে ২৪টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ শেষ করতে হবে। (গ) ভেহিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেইজ সফরওয়্যারটির চালু রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিতকরণ:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, জানান-গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়কের ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় বিবেচনা ও সুপারিশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩/০৮/২০২০ তারিখে প্রস্তুতকৃত সার-সংক্ষেপ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, প্রস্তাবটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ গত ২৪/০৮/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (ডিটিসিএ)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** উপসচিব (অডিট) জানান- **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল্যায়ন:** • বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০ এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়; যেখানে সম্ভাব্য স্কোর ছিল ৭২.৪৯ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রদত্ত চূড়ান্ত স্কোর এখনও পাওয়া যায়নি)। **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১:** • বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর ১ম ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন যোসময়ে এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে • মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ও এ বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সংযোজিত ২টি কর্মসম্পাদন সূচক [২.৯.১ ও ৩.৮.১] (ডিটিসিএ সংশ্লিষ্ট) আংশিক সংশোধনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধপূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সওজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১টি কর্মসম্পাদন সূচক [১.৭.১] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি (সংশোধনের সর্বশেষ তারিখের ১ মাস পরে প্রাপ্তির কারণে) এপিএ'র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ২ মাস পর পর এবং মন্ত্রণালয়ের উইং এপিএ'র ফোকাল পয়েন্ট দপ্তর সংস্থার ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে প্রতিমাসে একবার সভা করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয় এবং অনুরূপভাবে দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণও সভা করে এপিএ'র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে পারেন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	(১) ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) এপিএ'র কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ২ মাস পর পর এবং মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র ফোকাল পয়েন্ট দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে প্রতিমাসে একবার সভা আহবান করবেন।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (অডিট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান- উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগরে প্রেরণ এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ২৯/১০/২০২০ তারিখে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত অধীনে দপ্তর/সংস্থাসমূহের ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর ফিডব্যাক প্রদান এবং ২য় প্রান্তিকের অক্টোবর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২০) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। এ বিভাগরে উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন: ক্রম — কার্যক্রমের নাম — লক্ষ্যমাত্রা ৫.২ — অনলাইনে সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ — ৮০% ৮.১ — স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ — ২৫% ৮.২ — শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন — ৮টি ৯.৩ — সড়ক মনিটরিং টিম কর্তৃক সড়ক-মহাসড়ক পরিদর্শন — ১০টি NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২১-এর ২য় প্রান্তিকের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(গ) Grivance Redress System - GRS : (১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, অক্টোবর ২০২০ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৭টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ৬টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০১টি সওজ অধিদপ্তর, ০৬টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ-এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখে মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) দপ্তর/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) Public Sevrice Innovation: উপসিচব (টোল) জানান, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্র্যাক সিডিএম-এ গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: • 'মনিটরিং টিমের অনলাইন রিপোটিং' এ্যাপসটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে ওয়ার্কশপ আয়োজন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। • 'সড়ক ও সেতু নির্মাণ মনিটরিং' এ্যাপসটির পাইলট পর্যায় শেষ হয়েছে। শীঘ্রই মাঠ পর্যায়ে চালু করা হবে। • সেবা সহজিকরণের উদ্যোগ হিসেবে 'অনলাইন মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন নবায়ন'-এর কাজ শুরু হয়েছে এবং বিআরটিএ কর্তৃক নতুন নিয়োগকৃত ভেন্ডারের কার্যক্রম শুরুর পর যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের বিষয়টি চূড়ান্ত করা যাবে। • ডিটিসিএ কর্তৃক ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার জন্য Web System Develop করা হয়েছে এবং অংশীজন সভার নিরিখে ওয়েব সিস্টেমটি পুনরায় আপডেট করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার অংশ ও Admin Dashboard-এর ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা সম্পন্ন হবার পর অনলাইনে ট্রাফিক সার্কুলেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। • বিআরটিসি'র প্রণয়নকৃত ToR মোতাবেক বিআরটিসি বাসের অবস্থান ও সেবা অবহিতকরণ এ্যাপস উন্নয়নে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কর্মশালায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং বিষয়টি ক্রমাগত ফলোআপ করা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২০-২১ অথবছরে নির্ধারিত ওয়ার্কশপ কর্মশালা আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে আয়োজনের জন্য দপ্তর/সংস্থাকে ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে গৃহিত Innovation সংক্রান্ত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	ইতোপূর্বে গৃহীত Innovation সংক্রান্ত আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(ঙ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, ই-নথি রিপোর্ট জেনারেট না হওয়ায় কোনো তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে এটুআই-এর সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, বর্তমানে ই-নথি সিস্টেমে অফিস ও শাখাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া বন্ধ আছে। সার্ভারে আপগ্রেডেশন প্রক্রিয়া চলমান আছে। পরবর্তী মাসগুলোতে প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। খুব শিঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে বলে তারা জানিয়েছেন।	ই-ফাইল সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(চ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): যুগ্মসচিব (কার্যক্রম ও এডিপি) জানান, এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় পানগাঁও কইন্টোনার টার্মিনাল হতে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক পর্যন্ত ৬.৪২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে গঠিত কমিটি গত ০২/০৩/২০২০ তারিখে উল্লিখিত মহাসড়ক পরিদর্শন করেছে। গত ২৪/০৩/২০২০ তারিখে প্রতিবেদন সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর দাখিল করা হয়েছে এবং এর কপি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পানগাঁও হতে হাসনাবাদ পর্যন্ত প্রায় ৫.০০ কিলোমিটার সড়ক সরকারের ব্লু ইকোনমির পরিকল্পনাভুক্ত সড়ক হিসেবে সড়কের মালিকানা বিআইডাব্লিউটিএ হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ উপপ্রধান (পরি: ও কার্য:)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা)
১৩.	**বিবিধ:** **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Rapid Pass ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাধীন আছে। TAPP ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে রাস্তায় চলমান বাসের অভ্যন্তরে Rapid Pass ব্যবহার/ক্রয় সংক্রান্ত স্টিকার এবং ঢাকা সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেমন: গাবতলী, মহাখালী বাস স্ট্যান্ডসহ পলাশী ইত্যাদি স্থানে ব্যানার দৃশমান করা হয়েছে।	(১) মন্ত্রণালয় হতে ক্লিয়ারিং হাউজ ফেজ-২ প্রকল্পের TAPP ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। (২) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুট বর্ধিত করে ধানমন্ডি-আজিমপুর-গুলিস্তান-মতিঝিল করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে আপাতত চক্রাচার সার্ভিস বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে চক্রাকার সার্ভিস চালু করা হবে। বর্তমানে ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বিআরটিসির সার্ভিস চালু রয়েছে। এ সকল এসি বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়ে ডিটিসিএ'র সাথে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সভা আহবানের জন্য ডিটিসিএকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়। (৪) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাবার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিতের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। জোয়ারসাহারা-মতিঝিল রুটের ১২টি বাসের মধ্যে ২টি বাসে WiFi স্থাপন করা হয়েছে। ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুট বর্ধিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। রুটটি বর্ধিত করার পর এ রুটে চলমান বাসে WiFi স্থাপন করা হবে।	(৩) (ক) ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুট বর্ধিত করে ধানমন্ডি-আজিমপুর-গুলিস্তান-মতিঝিল করার বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি উদ্যোগ নিবেন। (৩) (খ) ঢাকা টু নারায়ণগঞ্জ রুটে পরিচালিত এসি বাসে Rapid Pass চালুর লক্ষ্যে ডিটিসিএ সভা আহবান করবে। (৪) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বিভিন্ন চালক, কন্ডাক্টরদের নামে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারি ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজাহারা গ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং ইজারার মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ বাসগুলো আটকপূর্বক ডিপোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপো ম্যানেজারদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত মার্চ'১৮ হতে অক্টোবর'২০ সময়ের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Traffic Circulation ছাড়পত্র ব্যতীত বহুতল ভবন নির্মাণ ও আবাসন প্রকল্পের নকশা অনুমোদন না করার জন্য অর্থাৎ বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পের নকশা অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র বিবেচনা করার জন্য রাজউককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে গত ১৫/১০/২০২০ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান ডিটিসিএ এর ট্রফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র ব্যতীত রাজউক কর্তৃক বহুতল ভবন ও আবাসন প্রকল্পের নকশা অনুমোদন না করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসিএ
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। ইনডেক্সটি User friendly কিনা তা দেখার জন্যে এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টকে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে এবং সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ইনডেক্সটি অপারেট করে দেখবেন।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: (১) প্রধান প্রকৌশলী, জানান ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায় পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) উপসচিব (টোল) জানান, ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কগুলোতে টোল আদায় ও টোল হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক বিস্তারিত জরিপ কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক মতামতসহ বিস্তারিত	(১) ঢাক-ময়মনসিংহ, সাসেক-১, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েসহ বাস্তবায়িত ৪-লেন মহাসড়কে টোল আদায়	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিবেদন দাখিল সংশ্লেষে হালনাগাদ তথ্য নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হল:
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>সড়ক/প্রকল্পের নাম</th><th>টোল কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প</td><td>প্রকল্প সমাপ্তিতে টোল আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২</td><td>প্রকল্প সমাপ্তিতে টোল আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</td></tr>
<tr><td></td><td>ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প</td><td>বর্তমানে উক্ত সড়কের সেতুসমূহে এবং সীতাকুন্ডে Weighing Station-এ টোল আদয় করা হচ্ছে। Service lane এর মাধ্যমে সড়কটি Widening এর জন্য Fesibility Study and Detail Design করার লক্ষ্যে Consultant নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন। Widening সম্পন্ন হলে টোল আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</td></tr>
<tr><td></td><td>ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ মহাসড়ক (এন-৩) এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ প্রকল্প</td><td>PPP পদ্ধতিতে এক্সপ্রেসওয়ে উন্নীতকরণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।</td></tr>
<tr><td></td><td>গাবতলী-নবীনগর ৪-লেন মহাসড়ককে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ প্রকল্প</td><td>PPP পদ্ধতিতে এক্সপ্রেসওয়ে উন্নীতকরণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন।</td></tr>
<tr><td></td><td>ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখলী (এন-৮)</td><td>টোল হার নির্ধারণের কাজ চলমান।</td></tr>
</table>
উল্লেখ, বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি জাতীয় মহাসড়ক যেমন: চট্টগ্রাম পোর্ট একসেস রোড, হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়ক ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক-এ টোল আদায় করা হচ্ছে। সভাপতি অবহিত করেন মহাসড়ক ও সেতুতে টোল আদায়ের বিষয়টি সমন্বয় করে নিতে হবে, যেন একই রাস্তায় একই যানবাহনকে একাধিকবার টোল দিতে না হয়। এছাড়া, ঢাকা-ময়মনসিংহ, সাসেক-১, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েসহ বাস্তবায়িত ৪-লেন মহাসড়কে টোল আদায় কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>কার্যক্রম চালু করার বিষয়টি ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

(১) মহাসড়ক ও সেতুতে টোল আদায়ের বিষয়টি সমন্বয় করে নিতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>ছ. ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সমস্যা নিরসন বিষয়ক:

(১) কোম্পানি সচিব, ডিএমটিসিএল জানান, MRT Line-1 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজার ৯৩.০৩৫ একর জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব গত ১৫/০৬/২০২০ তারিখে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসন নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮/০৭/২০২০ তারিখে ৯২.৯৭২৫ একর জমির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
MRT Line-1 এর ভূমি অধিগ্রহণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এডিপি অর্থ ছাড়করণের বিধান মোতাবেক কিস্তিভিত্তিক অর্থ জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা দেয়া হচ্ছে।
০১/১১/২০২০ তারিখে যৌথ Verification সমাপ্ত হয়েছে।

সহকারী সচিব (এমআরটি) জানান-
ডিএমটিসিএল এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকারি অংশে অতিরিক্ত ৮৩৫.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এমআরটি লাইন-৫ (নর্দান) ও লাইন-৫ (সাউদার্ন) এর দু'জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে তাছাড়া বিষয়গুলো এডিপি রিভিও সভায় আলোচনা হয় বিধায় সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, ইতোমধ্যে মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ভাড়ার হার নির্ধারণের কাজ শুরু করেছে। তবে কমিটির কাযক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। কমিটিকে এ বিষয়ে দ্রুত কাজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভায় অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)-কে পরামর্শ দেয়া হয়।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশ বিভাগের সাথে আলোচনা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) এর সভাপতিত্বে সভাও হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। প্রস্তাবটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(১) ক্রম-১ এর আলোচনা আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।

(২) মেট্রোরেলের ভাড়ার হার নির্ধারণে কমিটির কাযক্রম ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

(৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশি:))

অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট/</td></tr>
<tr><td></td><td>জ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়।</td><td>বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন</td><td>দপ্তর/সংস্থার প্রধান/মনিটরিং টীম (সকল)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ঝ. ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে করণীয়: ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে ১০টি সড়ক জোনের মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত এ বিভাগের জোন প্রধানকে আহবায়ক করে জিএফডিএফ শাখা হতে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণে উদ্ভূত জটিলতা নিরসনকল্পে নিবিড় পর্যবেক্ষণ, তদারকি, সংশ্লিস্টদের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন সড়ক জোনের দায়িত্বে নিয়োজিত এ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সুনির্দিষ্ট করে এবং সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও মেগা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের কাজের ধরণ ও পরিধির বিষয়টি উল্লেখ করে অফিস আদেশ জারির বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং জোন প্রধানগণ এ বিষয়ে আগামী সমন্বয় তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনকল্পে সড়ক জোনের দায়িত্বে নিয়োজিত এ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে সুনির্দিষ্ট করে এবং সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও মেগা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাদের কাজের ধরণ ও পরিধির বিষয়টি উল্লেখ করে অফিস আদেশ জারি করতে হবে। (খ) কমিটির আহবায়ক এ বিষয়ে আগামী সমন্বয় সভায় তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করবেন।	
	ঞ. বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিহণে সেবাদান মনিটরিং: ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী বিআরটিসি'র ৩টি রুটের বাস সার্ভিস সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত বিআরটিসি, বিআরটিএ এবং এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিম বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিবহণে সেবাদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ১৫ দিন পর পর কমিটি সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন এ বিভাগে ও চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুলিপি প্রেরণ করবে। এ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি সভাকে অবহিত করেন, কমিটির প্রতিবেদন তিনি পেয়েছেন এবং প্রতিবেদনে উল্লিখিত সমস্যাসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপো ম্যানেজারদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ড্রাইভারদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য ৭ দিনের সময় দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর সমস্যাসমূহ সমাধান করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। বিআরটিসি বাসকে যাত্রীবান্ধব করার জন্য বাসের সিট, মহিলা আসন, ৯৯৯ নম্বর, ফ্যান, লাইট, ভাড়ার তালিকা, ড্রাইভারের ছবিসহ বাসের নম্বর গাড়ির অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখা, যাত্রীদের সাথে স্টাফদের ভাল ব্যবহার এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) গঠিত মনিটরিং টিম বিআরটিসি পরিচালিত বাস ও গণপরিবহণে সেবাদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবে। (২) প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম ও অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সেবাদান মনিটরিং টিম
	ট. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পুরণ সংক্রান্ত: শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৭টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ১৯টি, ৩য় শ্রেণির ১৮টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি) শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২য় শ্রেণির ১৯টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১১টি পদ পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৮টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮ টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা সহসাই আহবান করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে- ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রম শেষে ৭ম গ্রেডভুক্ত ১৩ জন ও ৯ম গ্রেডভুক্ত ৫ জন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ১১-১৭ তম গ্রেডের পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম গ্রেডভুক্ত পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭টি অফিস সহায়ক পদ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি অফিস সহায়কের পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। অফিস সহায়কের ১৩টি পদের অউটসোসিং নিয়োগ পদ্ধতির শর্ত প্রত্যাহারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ২০/০৯/২০২০ তারিখে	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০ অনুযায়ী পদোন্নতিযোগ্য এবং অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৫০৫টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-৩টি, পরিযান কর্মকর্তা-২টি, ডেপুটি ম্যানেজার (টেকঃ)-৬টি ও ইনস্ট্রাক্টর-৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ইতোপূর্বেই নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় সহকারী পরিযান কর্মকর্তা ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদগুলো নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। হিসাব সহকারী গ্রেড-২ পদে ২১টি লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলে ৯২১১টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। গত ২৮/০২/২০২০ তারিখে উক্ত পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হিসাব সহকারী গ্রেড-২ পদে আরও ২১টি লোকবল নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। বর্তমানে নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম অর্থাৎ কম্পিউটার পারদর্শীতা যাচাই এর অপেক্ষায় আছে। কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার প্রেক্ষিতে প্রার্থীদের নিকট হতে ৭৯৭টি আবেদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে আবেদনপত্র যাচাই পর্যায়ে রয়েছে। উচ্চমান সহকারী পদে ০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৩৬ জন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে শীঘ্রই নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১৩৮টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণীর ৩২টি শূন্য পদের মধ্যে ২৫টি পদ পদোন্নতি এবং ০৭টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূণ্য পদের মধ্যে ১০টি পদের পদোন্নতির প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে (ফিডার পদের প্রয়োজনীয় চাকুরীকাল সম্পন্ন না হওয়ায়) ১৩টি পদ পূরণের প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সরাসরি কোটায় ৫টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত পিএসসি'র রিক্যুইজিশন ফরম পূরণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রেষণে কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে ৪টি পদ শূন্য হয়েছে। ২য় শ্রেণীর ৩৪টি পদের মধ্যে ৫টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৯টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতির নিমিত্ত ২টি পদের পদোন্নতির প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২টি পদে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরাসরি কোটায় পূরণযোগ্য মোটরযান পরিদর্শক এর ১৮টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে মামলা থাকায় তা বিলম্বিত হয়। মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। সরাসরি কোটায় ৬টি পদে নিয়োগের নিমিত্তে পিএসসি'র রিক্যুইজিশন ফরম পূরণ করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সরাসরি ৫টি পদে পিএসসির সুপারিশ পাওয়া গেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াধিন রয়েছে। সম্প্রতি একজন পিআরএলে গমন করায় ১টি পদ শূন্য হয়েছে। ৩য় শ্রেণীর ৩৮টি পদের মধ্যে ৯টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৯টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ১১টি পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। ৯টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে ২৯.১০.২০২০খ্রি: তারিখে। ৩টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রয়েছে। ৬টি পদ সংরক্ষিত। ৯টি পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলমান। ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি পদের মধ্যে ৯টি পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে। ১টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩টি পদ সংরক্ষিত। ২টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী সেবা ক্রয় বন্ধ থাকায় ১৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। সম্প্রতি একজন মৃত্যুবরণ করায় ও একজন চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অব্যহতি নেয়ায় ২টি পদ শূন্য হয়। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৩২৩টি শূন্য পদ রয়েছে তন্মধ্যে- ১ম শ্রেণির ২০৬টি পদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) এর ৮৮টি পদ পূরণের প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে পিএসসি কর্তৃক ৩৮তম বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডারে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৩৩ জন ও সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ১১জন সহ মোট (৩৩+১১)=৪৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। নন ক্যাডারভুক্ত (সহকারী বৃক্ষপালনবিদ, সহকারী প্রোগ্রামার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা) ৪টি পদ সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নিতর মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের প্রস্তাব সহসাই প্রেরণ করা হবে। ২য় শ্রেণির ১৯২টি পদের মধ্যে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর (৫২+৩০)=৮২টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এর ১১টি পদ পূরণের চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে ৫৫টি পদ পূরণযোগ্য (মামলা চলমান)। বিভাগীয় হিসাব রক্ষণের ১৩টি পদ মহাহিসাব রক্ষকের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি অফিসার এর ১টি ও সহকারী লাইব্রেরীয়ান এর ১টি পদ সরাসরি মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত নিয়োগের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ২৫৩৭টি পদের মধ্যে সিনিয়র একাউন্টস ক্লার্ক এর ৬৩টি পদ প্রধান হিসাব রক্ষণের দপ্তর থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। সিকিউরিটি সুপারভাইজার এর ১টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আরবিরকালচার সেকশনাল অফিসার এর ১টি, কার্যসহকারী এর ১৭৪টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর ১৪৩টি, পরিবহন কর্মকর্তা এর ১টি ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ৩২টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। গবেষণা সহকারী এর ১টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	এছাড়া, ৩য় শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। ৪র্থ শ্রেণির ১৩৫৭টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক (এমএলএসএস) এর ৬৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সড়ক শ্রমিক এর ১০৬টি পদ সরাসরি পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। সরাসরি পন্থায় নিয়োগযোগ্য অন্যান্য শূন্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র চেয়ে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের নিমিত্ত যথাশীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদসমূহে ওয়ার্কচাজড় ও মাস্টাররোল কর্মচারী কর্মরত আছে। এছাড়া, আউট সোর্সিং ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।		
	ঞ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন বা কোনো গাইড লাইন অথবা কোনো ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট স্টেক হোল্ডার ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হলে সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।	ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও চলাচলের বিষয়ে সংশ্লিস্ট স্টেক হোল্ডার ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি: উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহের মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন গত ০৬/০২/২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনের বিষয়টি সকলকে অবহিত এবং তদানুযায়ী টোল মওকুফের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়। এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও প্রশি:)
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে পণ্য পরিবহনের উৎসমুখে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের দরপত্র ইতোমধ্যে আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৮টি জেলায় ৬৪.২১ হেক্টর ভূমির মধ্যে ১৭টি জেলার ৫২.২৯৩৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত হওয়ায় আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী সভার কার্যকপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু ও শাহ আমানত সেতুতে ইতোমধ্যে এ্যাপস ভিত্তিক ETC চালু করা হয়েছে। এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন স্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। ০২/১১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ২২টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিল করেন। এর মধ্যে ১২(বার)টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাপলিকেশন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া বিষয়টি যাচাই করে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, আরো জানান, রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে যাত্রীদের জন্য পুলিশি সহযোগিতা প্রদানের জন্য ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুলিশ ও রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একে অপরের সহযোগিতার বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে উভয়ের সাথে আলোচনা চলছে। পুলিশ বিভাগ এবং রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলো একত্রে বসে আলোচনা করলে সমাধানে পৌছানো সম্ভব হতো। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বরোপ করা হয়।	(ক) নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে। (গ) ৯৯৯ নম্বর ব্যবহারের জটিলতা নিরসনে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম/সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়ায় আইনগত দিক যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ভেটিং প্রদানের নিমিত্ত গত ০১/০৬/২০২০ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বিভাগ হতে খসড়া বিধিমালায় ১৮টি ধারা/অনুচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করে পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ জানায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংযোজন/বিয়োজন করে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ'কে অনুরোধ করা হলে গত ০৮/১০/২০২০ তারিখে বিআরটিএ হতে তা পাওয়া যায়। খসড়া বিধিমালাটি মূল কমিটি কর্তৃক আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে সভা আহবানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	"সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে শিঘ্রই সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন করে খসড়া আইন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ-তে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব